করোনা এবং মজুর

এখনো অজানা ও অদৃশ্য করোনা কিন্তু বিশ্ব জয়ী এক সন্ত্রাসী যার কারণে দুনিয়ার কম-বেশ সকলেই সন্ত্রস্ত ও আতংকিত। এখনো পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত তথা কোভিড-১৯ রোগের কোনো চিকিৎসা নাই বা চিকিৎসার জন্য কোনো মেডিসিন আবিষ্কৃত হয়নি। করোনাকে প্রতিরোধে আবিষ্কৃত হয়নি কোনো ভেকসিন। এখনো পর্যন্ত এই জীবানুর উৎপত্তি, উৎস, রাসায়নিক উপাদান, প্রকৃতি, স্বক্রিয় থাকার মেয়াদকাল ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে, আবিষ্কৃত হতে পারত যদি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং দুনিয়ার সব রাষ্ট্র/সরকার প্রধানেরা এটিকে আবিষ্কার,প্রতিরোধ ও নির্মূলীকরণের একযোগে ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতো এবং জীবানুবিজ্ঞানী সমেত এদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ দুনিয়ার দক্ষ বিজ্ঞানীদেরকে একত্রে কাজ করার জন্য সুযোগ তৈরী করে দিয়ে সে মোতাবেক তাদেরকে কাজ করার দায়িত্ব দিত। কিন্তু, তারা তা দেয়নি । তবে, প্লেগ, কলেরা ইত্যাদি মহামারি প্রতিরোধে বহু শতক আগে তখনকার শাসকশ্রেণী যেসব সব হাতুড়ে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে সেই সব গতানুগতিক পদ্ধতি যার হালে নামকরণ করা হয়েছে লক ডাউন , আইসোলেশন, কোয়ারাইন্টাইন ইত্যাদি খাপছাড়া ও গাছাড়াভাবে অনুসরণ করছে একালের শোষক ও শাসক- পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তাদের সরকারী রাজনৈতিক আধিকারিকরা। সুযোগ পেয়েও করোনা প্রতিহতকরণে প্রস্তুতিও নেয়নি অনেক দেশ। তবে, ভাষণ দিয়েছে ট্রাম্প সহ অনেকে। করোনা যেহেতু একটি সংক্রামণ ব্যাধি তাই কেহ করোনায় সংক্রমিত কোভিড রোগীর সংস্পর্শে না গেলে বা কোভিড রোগীরা কারো নিকটবর্তী না হলে বা স্বক্রিয় করোনাভাইরাসের আওতায় যারা আসেনা তারা কেহ করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সুযোগ থাকে না বলে হাল আমলের শাসকেরা নিরাপদে থাকার জন্য সকলকে ঘরে থাকার কথা বলছে্। বিশ্ব সংস্থ্াও তাই বলার সাথে আরো কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছে ।

কোভিড-১৯তো কোনো একক দেশের রোগ নয় বা কোনো এককদেশের গন্ডীতে আবদ্ধ নয় এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুজীব করোনা। করোনা দেখা দিল চীনে কিন্তু আমদানী হয়ে গেল প্রায় সারা বিশ্বে। কারণ, পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে একটি বৈশ্বিক সমাজ ফলে এটির বাণিজ্য,পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও হচ্ছে বৈশ্বিক এবং আধুনিক। তাই, মরণাপন্ন হলেও আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী সমাজের বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেই খুবই স্বল্পতম সময়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বে। তাই, এখন করোনাকে বৈশ্বিকভাবে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করাটাই সহজ এবং কম খরচ ও কম সময়ে সম্ভব এমনকি যদি প্রচলিতি গতানুগতিক পদ্ধতিগুলোও মেনে চলা হয়। উল্লেখ্য, একা কোনো দেশ একাকী যদি সাময়িকভাবে করোনাকে বাগে আনতেও পারে তবু আবারো একই কারণে সেই দেশটি আক্রান্ত হবে যে কারণে করোনা এখন বিশ্ব জয়ী। তাই, করোনা প্রতিহত, প্রতিরোধ ও নির্মূলীকরণে সব রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণের ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টাই সমগ্র মানবজাতিকে করোনা আতংক হতে রেহাই দিতে পারে সহজেই, স্বল্পতম সময়ে ও স্বল্পতম ব্যয়ে।

একথা ঠিক যে , বিশ্ব ব্যাংক সহ জাতিসংঘ সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক সংগঠন এবং বিশ্বের সকল রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ যদি সম্মিলিত ভাবে ও একযোগে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিত বা নেয় তবে, দুনিয়ার এদ্বিষয়ক সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত তবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জীবানুবিজ্ঞানীরা সহ অনান্য বিজ্ঞানীদের একত্রে কাজ করার সুযোগ দিলে করোনাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধে আবশ্যকীয় ভেকসিন, মেডিসিন , থেরাপি সহ নানান আবশ্যকীয় বিষয়গুলো আবিষ্কারে প্রথাগত পদ্ধতির চেয়ে আরো উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খুবই স্বল্পতম সময়ে আবিষ্কার করা কোনো কঠিন বিষয় নয় অন্তত আজকের আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ অতঃপর, একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিজ্ঞানী সহ আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে। কিন্তু, তারা তা করছে না। উপরন্ত, ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ২ শতাধিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রধান কর্তা ব্যক্তিরা নিজ নিজ রাষ্ট্র ও নিজ স্বার্থাধীন পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় একদিকে যেমন তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত অন্যদিকে আবার করোনার উৎপত্তি ও উৎস নিয়েও কাজিয়ায় লিপ্ত হয়ে দোষারোপের রাজনৈতিক খেলাও খেলে চলছে। তবে, এদ্বিষয়ক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের সারবত্তাও হয়তো থাকতে পারে। কারণ, অতীতে এদেরই কোনো কোনো দেশ জীবানুকে যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।

'ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন,' এই শ্লোগানটা শাসকগোষ্ঠীর অতিকথিত একটি নিদান বটে এই করোনা কালে। কিন্তু,ঘরে থাকতে হলেও ঘর লাগে, খেতে হয়, পানি-বিদ্যুত সহ নানান কিছু ব্যবহার করতে হয়। এসব কিনতে বা পেতে টাকা লাগে। অসংখ্য পণ্যের পুঁজিতন্ত্রে এমনকি পানিও কিনে পান বা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু, দুনিয়ার তাবৎ পুঁজির স্রষ্ট্রা মজুরদের নিকটতো সেই পরিমাণ টাকা নাই বা থাকার কথা নয় যা খরচ করে তারা মাসের পর মাস ঘরে থাকতে পারে করোনা হতে নিরাপদ থাকার জন্য। এমনকি, মজুর ছাড়াও দিন এনে দিন চলে এমন সামান্য আয়ের লোকজনের পক্ষেও ঘরে থাকা সম্ভব নয়। তবে, সরকার ও মালিক শ্রেণী যদি মজুরদের সহ সকল অভাবী মানুষদের তদার্থে সহায়তা বা ত্রাণ এবং মজুরি দেয়; এবং ঘরভাড়া সহ বিদ্যুত, পানি ইত্যাদির বিল মওকুফ করে বা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে এসব কিস্তিতে পরিশোধের বিহীতাদি করে তবেতো করোনা হতে নিরাপদে থাকতে এদের কারোই ঘরে থাকতে অসুবিধা নাই, হোক তা ৬মাস। আর যাদের ঘর নাই তাদের জন্য যদি অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয় তবেতো একমাত্র জরুরি সার্ভিসের লোকজন ছাড়া আরা কারোই কথিত লক ডাউন ভেংগে ঘর হতে বের হতে হয় না বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করার কারণ নাই। কানাডা, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য , ফ্রান্স ইত্যাদি নানান দেশ মজুরদের মজুরি বা গ্রান্ট ইন এইড সহ অভাবী মানুষদের জন্য তেমনটা কম-বেশ করছে। কিন্তু, বাংলাদেশ, ভারত সহ বহু দেশ?

ঘরে থাকার পরও বিনামুল্যে ব্যাপক টেস্টের মাধ্যমে রোগী চিহ্নিতকরণ, রোগীকে আলাদাকরণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করাও করোনাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার অন্যতম পন্থা যদিচ এসবই গতানুগতিক । কিন্তু, সেটিও ঠিকঠাক মতো করছে না কার্যত কোনো দেশের সরকারই। ফলে,

করোনার বিস্তার ও মৃত্যুর হার বাড়ছে। আবার করোনাকে পুরোপুরি বাগে না এনেই নানান দেশ কার্যত ঘরে থাকার নীতিকে অকার্যকর করে সার্বজনীন স্থানে জনসমাগমের উপর হতে নিষেধাজ্ঞা শীতল করা সহ নানান স্ব-বিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিস্থিতিকে আরো জটিল ও ভয়ানক করেছে। বাংলাদেশেও গার্মেন্টস সহ নানা কারখানাকে চালু করেছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এমকি, তুরস্কে ইদের আগে পরে মোট ৩দিন আর সৌদিতে ইদের দিন ২৪ ঘন্টা কার্ফু জারী করে মসজিদেও ইদের জামাত নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশ সহ নানান দেশে নানান পালা-পার্বনে তেমন কড়াকড়িতোই নয়ই বরং সেগুলো করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কল-কারখানা ও সেবাখাত বন্ধ থাকলে পণ্য উৎপন্ন হয় না। পণ্য উৎপন্ন না হলে মূল্য অতঃপর, উদ্বৃত্ত-মূল্য তথা পুঁজি উৎপন্ন হয় না। পুঁজি উৎপন্ন না হলে পুঁজিপতি শ্রেণী কেবল নতুন পুঁজি লাভেই অসমর্থ হয় তাহাই নয় বরং সঞ্চিত পুঁজিও হারায়। আবার পুঁজি উৎপন্ন না হলে সরকারও কর তথা রাজস্ব আদায় করতে পারে না। ফলে, শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তাদের সরকারী মোড়লগণও সরকারী ও নিজেদের ব্যয় মিটাতে নিজস্ব তহবিলের টাকা খরচ করতে হয় বা দান-অনুদান বা ঋণ গ্রহণ করতে হয়। করোনাকে প্রতিহত করে জীবন বাঁচাতে মাত্র গড়ে দুই মাসেরও উৎপাদনহীনতার দায় নিতে চায়নি বলেই লোভী,শোষক ও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী করোনাকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার বিকল্প পন্থা তথা অজানা করোনাকে জানা সহ ভেকসিন ও মেডিসিন,থেরাপি ইত্যাদি আবিষ্কার , উদ্ঘাটন ও সহজপ্রাপ্য না করেই পুরোদমে উৎপাদন চালানোর দিকে ধাবিত হচ্ছে কথিত স্বাস্থ্য বিধি কার্যকর রাখার হাস্যকর কথা বলে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি কার্যকর করাতো দূরে থাক নিদেন পক্ষে ৩ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে সকল ধরণের উৎপাদন ও বিনিময় করা কি সম্ভব ? সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালত কি সেই বিধিমতো গড়ে তোলা হয়েছে যে এমনকি সরকারী অফিসেও ৩ ফুট দূরত্ব নিশ্চিত করতে পারবে? সুপ্রিম কোর্ট চলবে ভার্সুয়ালী আর গার্মেন্টস বা শ্রম-ঘন শিল্প বা গণ পরিবহন? ঢাকা সহ বিশ্বের জনবহুল শহরগুলো বিষয়ে যাদের সামান্যতম ধারণা আছে তারাও বলবে যে কল-কারখানা , অফিস-আদালত সব চালু করতে সীমিত আসনের ব্যবহার করে গণপরিবহন চালু করে ব্যবসা-বাণিজ্য সহ কোনাটাই ঠিক-ঠাকমতো করতেতো পারবেই না বরং সর্বত্র বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে।

উল্লেখ্য,করোনা প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে কেবল একযোগে কাজ ব্যর্থ হয়নি বরং করোনা প্রতিরোধে ও প্রতিহতকরণে করোনাকে আবিষ্কার ও ভেকসিন, মেডিসিন ইত্যাদি উদ্ভাবনে নিজ উদ্যোগে উপযুক্ত ও যোগ্য বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি বিশ্ব বৈজ্ঞানিক সামিটও করতে না পারলেও ঘরে থাকার নীতি বিরোধী কোনা সিদ্ধান্ত এখনই গ্রহণ ও কার্যকর করলে যে করোনার কারণে আরো ভয়ানক ও অচিন্তনীয় দুরাবস্থা ও দুর্দশা দেখা দিবে সেই আশংকা বার বার প্রকাশ করে আসছে। চিকিৎসক সহ নানান পেশা ও নানান রাজনীতির মানুষেরাও তাদের আশংকার কথা জানাচ্ছে। এমনকি, করোনা বিষয়ে গঠিত বাংলাদেশের জাতীয় ট্যাকনিক্যাল কমিটিও এমন

আশংকা প্রকাশ করেছে। তবু, শাসকদের বৈশ্বিক ক্লাবভুক্তেরা লাক ডউন, বা সাধারণ ছুটি আর না বাড়িয়ে পর্যায়ক্রমে স্কুল সহ সব কিছু চালু করার পথে হাঁটছে। লক ডাউন শীতল করে এখন একদিনেই ২৬ হাজার রোগী সনাক্ত ও গণকবর খোড়া ব্রাজিলের খারাপ নজিরেরও তোয়াক্কা করছে না শোষক ও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণী এবং তাদের অফিসিয়াল রাজনৈতিক মোড়লেরা। উপরন্ত, পুঁজি লোভী পুঁজিপতি শ্রেণী মজুরদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে হলেও পুঁজি কামাতে দিনে দিনে আরো হিংস্র ও চরম অমানবিক হয়ে উঠছে।

উল্লেখ্য, গত ৫০০ বছরের বেশী সময় ধরে দুনিয়ার মজুরেরা দুনিয়ার সকল পুঁজি সৃষ্টি ও পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি গড়ে দিচ্ছে যার মালিক হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী। দুনিয়ায় প্রায় ৮ শত কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৩৮০ কোটির মতো মানুষ পণ্য উৎপন্নে পুঁজি গঠনে শ্রম-শক্তি বিক্রি করতে বিশ্ব বাজারে থাকলেও তন্মধ্যে ২০% নানান কারণে ও নানাভাবে বেকার। অতঃপর, মাত্র ৩০০ কোটির কিছু বেশী মজুর ২০১৭ সালেও দুনিয়ার সকলের জন্য গড়ে জনপ্রতি $ ১৭৫০ ডলার উৎপন্ন করেছে। অথচ, সেবছরও ২০০ কোটির বেশী মানুষ দৈনিক $ ২ডলার ব্যয় করতে পারেনি আর প্রায় ১০০ কোটি মানুষ দৈনিক $১ ডলার খরচ করতে পারেনি। বিপরীত দিকে মাত্র হাজার তিনেক বিলিয়নিয়ারের নিকট দুনিয়ার প্রায় ৯০% পুঁজি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। এবারের করোনাকালীন সময়েও ২৫ জন বিলিয়নিয়ার বিপুল পরিমাণ পুঁজি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। দুনিয়ার সব অভাবী মানুষকে সব ধরণের সহযোগিতা দিয়ে ঘরে রেখে যদি ৩ মাসের মধ্যে করোনার মতো বিশ্বমারিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং তাতেও কি পৃথিবীর মোট পুঁজির হাজার ভাগেরও একভাগ খরচ হবে? না। দুনিয়ার শাসকদের ক্লাব যদি করোনাকে প্রতিহত ও পরাজিত করতে ঐক্যমত্যে এসে করোনা মোকাবেলায় একটি বিশ্ব তহবিল গড়ে তোলে তাহলে কি ৩ কেন ১২ মাসও ঘরে থাকা নিশ্চিত করা যায় না? নিশ্চিতভাবে যায়। তখন জরুরী সার্ভিসে নিয়োজিতরা ছাড়া আর কেহ কি ঘর হতে বের হওয়ার দরকার? না। কিন্তু, বাংলাদেশ সহ নানান দেশ এখন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কথা বলে ঘরে না থাকার নিদান দিয়ে চীন হতে আমদানী করার মতো কর্মস্থল বা গমনাগমণের বাহন হতে করোনাকে ঘরে ঘরে আমদানী করে সমগ্র দেশ এমনকি সমগ্র পৃথিবীটাকে করোনা রোগীর আবাস বানাবে নাতো? লক ডাউন বা তেমন কিছু না থাকলে তথা শিল্প-কারখানা, ব্যবস্যা-বাণিজ্য , অফিস- আদালত সব যথারীতি চালু থাকলে,করোনা সংক্রমনের হার যে জ্যামিতিক হারকেও হার মানাবে তা বুঝার জন্যতো ডাক্তার বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নাই। তাহলে, তেমন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত প্রতিটি মনুষ্য বোমার বিস্ফোরণে মোট করোনা রোগী কত হবে এবং সেই সংক্রমণকে কিভাবে প্রতিহত ও প্রতিরোধ করা হবে সে বিষয়ে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার সহ কোনো সরকারই পরিষ্কার করে কিছু বলছে না। অতঃপর, যদি তেমনটাই হয় তবে করোনায় নিহত লোকদের সৎকার ও নিহতদের পোষ্যদের দায়-ভার বহন করার দায় নিবে কি সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো? অবশ্য, পুঁজিপতি শ্রেণী যদি মনে করে যে করোনায় যদি ১০০ কোটি মানুষও মরে তবুও শ্রম-শক্তি বিক্রেতা তথা মজুরের অভাব হবে না।

তাই, করোনা প্রতিহত করণে সমাজের তহবিলের টাকা খরচ করার দরকার নাই তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু, কথা হচ্ছে করোনা কি পুঁজিওয়ালাদেরও রেহাই দেয় না কি দিবে? তাছাড়া, সমাজের তহবিলে যা টাকা আছে তা কিন্তু, পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক মজুরদেরকে শোষণ করেই যে জমেছে সে কথাটাও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণীর বিবেচনায় রাখা দরকার নয় কি?

উল্লেখ্য, গৃহপালিত পশুগুলো কাজে থাক বা না থাক তাদের মালিক কিন্তু পশুগুলোকে নিয়মিত খদ্য ও আশ্রয় দিয়ে থাকে। কিন্তু, সারা পৃথিবীর সমগ্র পুঁজির স্রষ্টা মজুরেরা কি এই করোনা বিশ্বমারিরকালেও গৃহ পালিত পশুর মর্যাদাও পাচ্ছে? না। বকেয়া মজুরি দিচ্ছে না, প্রাপ্য বোনাস দেয়নি, আবার ছাঁটাই করছে অনেক পুঁজিপতি। সীমাহীন জুলুম নয় কি? ত্রাণের টাকাও চুরি ও আত্মসাৎ করছে প্রধানত সরকারী রাজনীতিকেরা। বাজারে পণ্য মুল্য বাড়িয়ে দিনে দুপরে প্রকাশ্যে ক্রেতার পকেট ফতুর করছে ব্যবসায়ীরা। পরিবহনের ভাড়াও বাড়ানোর সরকারী সনদ পেয়েছে মালিকেরা। চিকিৎসা সহ নানান পরিষেবায়ও বাড়া বৈ কমেনি খরচ। মেডিসিন সহ তেমন কিছু পণ্যের ব্যবসায়ীরা এসব বিষয়ে পিছিয়ে থাকতে রাজিতো নয়ই বরং এক কাঠি এগিয়ে সুযোগের সদ্ব্যবহারে মত্ত। । পুঁজিওয়ালারা তথা টাকাওয়ালারা অভাবী-অসহায় মানুষদেরও পকেট খুঁজছে উপবাসী শুকুনের মতো। তাতে কে মরল বা বাঁচল তা যেন বিবেচনারই বিষয় নয়। তাদের নিকট জীবন নয় বরং টাকাই মোক্ষ। তাই, প্রতিপদে জীবন হচ্ছে অবহেলিত। করোনায় মৃত দেহ সৎকারে বাঁধা দেওয়া সহ সমাজে ঘটছে ও বাড়ছে নানান রকমের বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা। কিন্তু, শাসক শ্রেণী ও শাসকেরা করোনায় মোকাবলোয় সমাজের সম্পদ ব্যবহার করা সহ যদি কার্যকর উদ্যোগ এবং সমন্বিত প্রচেষ্টা চালায় তবে করোনাকে দুনিয়া হতে বিতাড়ন করা সহ করোনার সৃষ্ট অনাংখিত ও অশুভ পরিস্থিতি হতে সমগ্র মানব জাতি রেহাই পেতে পাওে বটে।

অতঃপর, টাকা নয় জীবন প্রথম তাই, জীবন বাঁচাতে আবশ্যকীয় টাকা খরচ করতে হবে এমন নীতি যদি পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক নেতারা গ্রহণ করে তবে একযোগে সমগ্র দুনিয়াকে একটি নির্দিষ্ট তারিখ হতে ৫০ দিন আর করোনার অবস্থান ও অবস্থা বিবেচনায় নানান দেশ নানান রকমের মেয়াদে হার্ড লক ডাউন করতে হবে। কোনো ধরণের শীতিলতার চিন্তাও মাথায় আনা যাবে না বলে এজাতীয় সকল পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাতিল ও পরিহার করতে হবে এক্ষুণিই। একই সাথে ব্যাপক টেস্ট, বিচ্ছিন্নকরণ ও পৃথকীকরণ করে আক্রান্তদের চিকিৎসা ও অনাক্রান্তদের নিরাপদে থাকতে বিনামূল্যে চিকিৎসা, টেস্ট, মেডিসিন ও সৎকারের ব্যবস্থা করতে একটি বিশ্ব তহবিল গঠন করে সেই তহবিল হতে সকল অভাবীকেও লক ডাউন সফল করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে হবে।

যদি, তা না করা হয় তবে, আসন্ন অথচ দুর্ভিক্ষ সহ গণহারের মৃত্যুর অচিন্তনীয় ভয়াবহতা হতে মানবজাতি কিভাবে রেহাই পাবে বা সেসব অনাংখিত দৃঃখজনক ঘটনার দায়-দায়িত্ব কি অর্থলোভী পুঁজিপতি শ্রেণী ও তাদের অফিসিয়াল রাজনীতিকেরা নিতে পারবেন? অথবা, এতোদিন যে তারা লক

ডাউন, সাধারণ ছুটি ইত্যকার কার্যাদি করেছেন সেসবের কি আদৌ কোনো যৌক্তিকতা থাকে? নিঃসন্দেহে, করোনা বিষয়ে শাসকদের এখনকার কাজগুলো যদি সঠিক বা যৌক্তিক হয় তবে লক ডাউন করা তাদের ইতিপুর্বেকার কাজগুলো কি বেঠিক ও অযৌক্তিক হিসাবে বিবেচিত হয় না? অথবা, করোনার মতো একটু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুজীবের সাথে যদি লড়াই করতে তারা অক্ষম হয়ে থাকেন এবং কার্যত যা তারা এখন করছেন অর্থাৎ বিশ্ব জয়ী করোনাকে যুদ্ধের মাঠে রেখে যুদ্ধ ময়দান পরিত্যাগ করছেন তাতে কি তারা করোনাকে দীর্ঘস্থায়ী বিজয়ী হিসাবে মেনে নিচ্ছেন না? পরাজয়ও কখনো কখনো জনগ্রাহ্যতা পায় কিন্তু, যুদ্ধ মাঠ হতে পলাতকরা?

অতঃপর, মজুর কর্তক উৎপন্ন সমাজের তহবিলের সামান্য টাকা খরচ করে বিশ্ব সন্ত্রাসী করোনাকে প্রতিহত ও প্রতিরোধে সর্বাত্মক লক ডাউন সহ যাবতীয় কিছু করা সম্ভব। তবে, দরকার শুধু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও ঐক্যমত্য। অতঃপর, করোনাকে পরাস্ত ও নির্মূলে যা যা করার দরকার তা তা করতেই হবে। সাম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ সহ করোনা সৃষ্ট সকল দুর্যোগকে মোকাবেলা করতেই হবে। যতো দ্রুত এবং যতোটা কম খরচে করোনাকে মোকাবেলা করা যায় ততোটাই বিপর্যয় কম হবে, এবং কম হবে মানবিক সংকটও।জীবন বাঁচুক, মজুরও।অতঃপর, এক হওয়া দরকার দুনিয়ার মজুরদের।

শাহ্ আলম

সদস্য, ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডাম

মোবাইল-০১৭১-৫৩৪৫-০০৬।

ঢাকা, ০২জুন, ২০২০।